''পরিবর্তন চাই'' সংগঠনের পক্ষ থেকে ''দেশটাকে পরিস্কার করি-২০১৮'' শিরোনামে দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা দিবস পালন করা বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	মোঃ আনোয়ার হোসেন মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
তারিখ ও সময়	:	২৮-০১-২০১৮ খ্রিঃ, সকাল ১১:০০ টা।
স্থান	:	অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।
সভায় উপস্থিতির বিবরণ	:	পরিশিষ্ট-'ক'।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভার বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন যে, ''পরিবর্তন চাই'' সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশটাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, ঢাকা শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। আমরা যেখানে বাস করি সেখানকার বাসস্থানের আঙ্গিনা যদি নিজেরাই পরিস্কার করি তাহলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে মানুষের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাবে। আমরা অসচেতনভাবে রাস্তাঘাটে নোংরা কাগজ, ঠোঙ্গাসহ নানান ধরনের ময়লা ফেলে থাকি। এ সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা প্রয়োজন। নাগরিক সমাজে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলকেই পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও আমাদের দেশের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারনেও তারা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। এজন্য কতিপয় ক্ষেত্রে তাদেরকে বিদেশে তথা সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণ দেয়া হলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। দেশের যুবসমাজকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন করা যেতে পারে। এলাকাভিত্তিক মাসে অন্ততঃ একবার নিজস্ব আঙ্গিনা পরিস্কার করার পদক্ষেপ নেয়া যায়। মাসের শেষ সপ্তাহের শুক্রবার-এ ''এলাকাভিত্তিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দিবস'' হিসেবে পালন করা যেতে পারে।

অতঃপর ''পরিবর্তন চাই'' সংগঠনের চেয়ারম্যান জনাব ফিদা হক বলেন, দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪০টি উপজেলায় ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারির প্রথম শনিবারে অনুষ্ঠিত ''দেশটাকে পরিস্কার করি দিবস ২০১৭ '' অভিযান এর সাফল্যের কারণে ''পরিবর্তন চাই ট্রাস্ট'' এখন সারাদেশে প্রতিনিয়ত বর্ধিষ্ণু এবং বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক এবং জনসাধারণের কাছে সমাদৃত হচ্ছে। ''পরিবর্তন চাই' তাই ''দেশটাকে পরিস্কার করি ২০১৮'' আন্দোলনের অংশ হিসেবে আরো কিছু উচ্চাভিলাষী কিন্তু অবশ্যই সম্ভবপর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ২০১৮ সালে দুটি ভিন্ন মাত্রার অভিযান একই যোগে পালিত হবে। আমরা বরাবরের মতো ফেব্রুয়ারির প্রথম শনিবারে (৩ তারিখে) ''দেশটাকে পরিস্কার করি ২০১৮'' পালন করতে যাচ্ছি।

''দেশটাকে পরিস্কার করি-সবুজ ইস্কুল গড়ি'' অভিযানের লক্ষ্য হলো দেশব্যাপী গড়ে উঠা পরিবেশ সচেতনতার একটি দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল বের করে আনা। অভিযানের মাধ্যমে সারাদেশের ১০০টি স্কুলকে প্রকৃতই সবুজ স্কুলে রূপান্তর করা হবে যেখানে আবর্জনা বাছাই, জৈব বর্জ্য থেকে কম্পোষ্ট সার তৈরী, উন্মুক্ত খেলার মাঠে ঘাস লাগানো, স্কুল প্রাঙ্গণে ফুলের ছোট বাগান তৈরী, স্কুলের দেয়াল রং করা ইত্যাদি উদ্যোগ নেয়া হবে। সঠিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের মনে পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশকে সবুজ এবং নিরাপদ রাখার প্রতিজ্ঞা তৈরী হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তিনি আরো বলেন, স্কুল ছাত্রদেরকে ক) আবর্জনা পুনঃব্যবহারযোগ্য, খ) অর্গ্যানিক আবর্জনা এবং গ) বিভিন্ন আবর্জনা আলাদা আলাদা করে ফেলার পদ্ধতি এবং আবর্জনা থেকে কম্পোস্ট সার তৈরীর পদ্ধতি শেখানো হবে। আবর্জনা সংগ্রহের জন্য বিন সরবরাহ করা এবং সংগৃহীত আবর্জনা থেকে কমস্পোস্ট তৈরী করে তা দিয়ে স্কুলের ফুলের বাগানগুলোতে প্রদান করার ধারনা দেয়া হবে।

পাতা/২

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন ''পরিবর্তন চাই'' এর চেয়ারম্যান জনাব ফিদা হক কে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন ''পরিবর্তন চাই'' প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ অনুসরণযোগ্য ও দেশের প্রতিটি নাগরিকের এ বিষয়ের প্রতি সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে যুগ্মসচিব মহোদয় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি উপস্থিত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে ''পরিবর্তন চাই'' প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনার জন্য আহবান জানান।

উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ) জনাব মাসুদা আকন্দ বলেন, অধিদপ্তরের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ''যুবকার্যক্রম'' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত যুব কার্যক্রম বিষয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩ লক্ষাধিক যুবক ও যুবনারীদের কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা সম্ভব হবে। তাছাড়াও জেলা পর্যায়ের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে ''পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা'' বিষয়টি প্রাত্যহিক কার্যক্রমে প্রতিপালনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে (যেমন-শ্রেণী কক্ষ, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, ডাইনিং এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য এলাকাসমূহ)। এছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতে বিভিন্ন রং এর বীন ব্যবহার করা এবং আবর্জনা থেকে জৈব সার তৈরীর ব্যবস্থা করা।

জনাব মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ, পরিচালক (দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ) বলেন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয় স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী অথবা যুবদের কে উদ্বুদ্ধ করলেও পরিবারের মধ্যে এ বোধটি জাগাতে হবে। কারণ পরিবার থেকে বিষয়টি অনুশীলনের শিক্ষা থেকেই পরিবারের সদস্যগণ প্রকৃতভাবে সচেতন হতে পারবেন। এ বিষয়ে তিনি ''পরিবর্তন চাই'' এর চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

উপ-পরিচালক (প্রকাশনা ও আত্মকর্ম), জনাব রবিউল আলম বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠনের সংগঠকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা হলে এ বিষয়ে তারা সচেতন হবে।

সহকারী পরিচালক(দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ), জনাব মোঃ শাহীনূর রহমান বলেন, অধিদপ্তরের ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের সংযুক্ত করা হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির প্রতিটি প্রশিক্ষণ মডিউলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। ফলে তারা এ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং তাদের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে গিয়েও তা বাস্তবে কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আজিজুল হক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের মুল স্রোতধারায় অন্তর্ভূক্তির জন্য গুরুত্বারোপ করেন। যুব সংগঠনের মাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতন করাসহ যুব সংগঠনগুলো উক্ত কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এ কাজে এগিয়ে আসতে পারেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়টি পরিবারভিত্তিক করার জন্য পরিচালক(দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ) যে প্রস্তাব করেন তা আবশ্যকতা রয়েছে। এতে করে সুফল পাওয়া যাবে। তবে এ বিষয়টি সময় সাপেক্ষ। যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আজিজুল হক বর্তমানে ধারনাটির উপরে ''পরিবর্তন চাই'' এর পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান এর নিকট করণীয় বিষয় আলোকপাত করেন। ''পরিবর্তন চাই'' এর পক্ষ থেকে বলা হয় তারা কারিকুলামে সন্নিবেশিত বিষয়টি প্রস্তুত করে দিবেন এবং জেলা পর্যায়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভলান্টিয়ারগণ অধিবেশন গ্রহণ পরিচালনায় সহায়তা করবেন। যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আজিজুল হক এ পর্যায়ে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) করে বিষয়টি যৌথ উদ্যোগে পরিচালনার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

পাতা/৩

বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনাক্রমে যে সুপারিশ গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ :

০১। প্রচলিত কোর্স কারিকুলামে পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার ধারণাটি অধিদপ্তরের মুল কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ।

০২। যুব সংগঠনের কর্মসূচির মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়টি অন্তর্ভূক্তকরণ।

০৩। ৬৪টি জেলা কার্যালয় ও ৫৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন।

০৪। MoU এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

৮/২/২০১৮

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)
মহাপরিচালক
ফোন নং- ০২-৯৫৫৯৩৮৯।
E-mail: dg@dyd.gov.bd

নথি নং-৩৪.০১.০০০০.০২৭.৪৪.৩১১.১৮-১১২৪

তারিখ ঃ ০৮/২/২০১৮ খ্রিঃ

০১। জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। জনাব মোঃ আজিজুল হক, যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক----------(সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। জনাব কামরুল হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
০৬। জনাব ফিদা হক, চেয়ারম্যান, পরিবর্তন চাই, ফ্ল্যাট-৬০৪, বাড়ি-চ-৫৫/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
০৭। উপ-পরিচালক ---------- (সকল) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৮। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। কার্যবিবরণীটি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৯। উপ-পরিচালক/কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ---------- সকল জেলা/সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (জেলা কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অবহিত করাসহ কার্যবিবরণীর কপি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের বিতরণ করার জন্য উপ-পরিচালকগণকে অনুরোধ করা হলো। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরগণকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের সকল সিনিয়র প্রশিক্ষক, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, প্রশিক্ষক ও কর্মচারীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১০। সহকারী পরিচালক ---------- (সকল) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১১। অফিস কপি।

০৮/০২/২০১৮

(খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলাম)
সহকারী পরিচালক(প্রশিক্ষণ)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।